কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

দায়িত্বজ্ঞানহীন দুই শিক্ষক

এই ভুলের মাসুল দেবে কে

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে বিগত এসএসসি পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্বে থাকা দুই শিক্ষক চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের ভুল বা অবহেলার কারণে এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে এবং সহস্রাধিক শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার চরম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। ফলে তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে জুন মাস থেকে তাঁদের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) স্থগিত করা হয় এবং সব পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এরই মধ্যে দুই শিক্ষকের এমপিও ছাড় করানোর জন্য তদবির শুরু হয়ে গেছে। দুই শিক্ষক এমপিও ছাড় করার জন্য যে আবেদন করেছেন, তাতে বরিশাল বোর্ডের চেয়ারম্যানও সুপারিশ করেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব কি পারবেন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীকে তার মা-বাবার কাছে ফেরত এনে দিতে, কিংবা যারা চরম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তাদের ক্ষতি পূরণ করতে? চেয়ারম্যান সাহেব নিজেও কি এই ঘটনার দায় এড়াতে পারেন?

জানা যায়, গত ১১ মে বরিশাল বোর্ডের প্রকাশিত ফলে অনেক শিক্ষার্থী হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে অকৃতকার্য হয়। তাদের মধ্যে সর্বজিৎ ঘোষ হৃদয় নামের এক পরীক্ষার্থী চার বিষয়ে জিপিএ ৫ পেলেও ধর্ম বিষয়ে ফেল করে। এই মানসিক ধাক্কা সামলাতে না পেরে হৃদয় আত্মহত্যা করে। পরে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ফল পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। তাতে দেখা যায়, ধর্ম বিষয়েও হৃদয় জিপিএ ৫ পেয়েছে। কিন্তু হৃদয় এখন অনেক দূরে। শিক্ষকের অবহেলা কিংবা পুনর্মূল্যায়িত ফলে তার কিছু যায়-আসে না। তার মা-বাবা কি সান্ত্বনা পাবেন এই ফলে? বরং তাঁদের দুঃখ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। শুধু হৃদয় নয়, পরীক্ষায় ফেল করেছিল এমন এক হাজার ১৪১ জন শিক্ষার্থীও পুনর্মূল্যায়িত ফলে পাস করেছে। নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে আরো ১৫ জন। এসব শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার মাঝখানের সময়টায় যে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে? বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব তাঁর কোনো সদুত্তর দিতে পারবেন কি?

শিক্ষক পিতৃতুল্য। কোন শিক্ষক? যিনি শিক্ষার্থীদের সন্তানের মতো স্নেহ করবেন, শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্বশীল হবেন, নিজের মূল্যবোধ, আদর্শ ও নৈতিকতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবেন। এই দুই শিক্ষকের মধ্যে আমরা কি তেমন দায়িত্ববোধের পরিচয় পাই? অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষকই পরীক্ষার খাতা নিজে দেখেন না। তাঁরা অন্য কোনো ছাত্র বা আত্মীয়স্বজনকে দিয়ে খাতা দেখান। কোনো রকমে দায়িত্ব পালন করে অর্থ নেন। তাই এমন ভুলের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং ঘটছে এমন মর্মান্তিক পরিণতি। আমরা কোনো শিক্ষকের কাছেই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ আশা করি না।